যায়যায়দিন

তারিখ 19 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

নিউইয়র্কে এফবিআই'র ফাঁদে বাংলাদেশি ছাত্র

বোমা মেরে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগ

নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত বাংলাদেশি যুবক কাজী রেজওয়ানুল আহসান নাফিস

যায়যায়দি ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার অভিযোগে বুধবার এক বাংলাদেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এফবিআই)। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে রয়টার্সের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ওই যুবকের নাম কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস (২১)। কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, ৪৫০ কেজি ওজনের বোমা দিয়ে নিউইয়র্কে অবস্থিত ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন নাফিস।

মার্কিন বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানায়, গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টা এবং আল-কায়েদাকে প্রয়োজনীয় উপকরণ-সহায়তা দেয়ার চেষ্টার অভিযোগে নাফিসকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। তিনি দোষী সাব্যস্ত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ পেতে পারেন।

এফবিআই বলেছে, আপাতত কোনো বিপদ নেই। কারণ, নাফিসের কাছে থাকা বিস্ফোরক সক্রিয় অবস্থায় ছিল না। তা ছাড়া গোয়েন্দারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একইভাবে চলতি বছর এমন আরো কয়েকটি ঘটনা উদ্ঘাটন করেন দেশটির গোয়েন্দারা। গ্রেপ্তার : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

গ্রেপ্তার : নিউইয়র্কে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জে কার্নি বলেছেন, এই গ্রেপ্তারের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা অবগত আছেন।

এফবিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক মারি গ্যালিগান বলেন, একটি ঐতিহাসিক ভবন ধ্বংসে এবং অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা ও আহত করার এ চেষ্টার পরিণতি হতো অকল্পনীয়। এ চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে গ্রেপ্তারের পর নাফিসকে বুধবার ব্রুকলাইনের কেন্দ্রীয় আদালতে প্রাথমিক শুনানির জন্য হাজির করা হয়। এ সময় তিনি একটি টি-শার্ট, গাঢ় রঙের জিন্স ও স্নিকারস পরা ছিলেন। শুনানির সময় তিনি খোলামেলাভাবে কথা বলেন।

নাফিসের বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারি অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি ২০১২ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। এক সময় নাফিস নিউইয়র্কে দাবি করেন, আল-কায়েদার বিদেশি সদস্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, নাফিস আল-কায়েদার হয়ে কাজ করছেন বা ওই সংগঠনের নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছেন বলে গোয়েন্দারা কোনো প্রমাণ পাননি। অভিযোগে আরো বলা হয়, হামলার আরো লক্ষ্যবস্তু ছিল নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জসহ বেশকিছু স্থাপনা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

বিবিসি জানায়, নাফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে- তিনি একটি গাড়িবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ ভবনটি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। তবে তিনি বিস্ফোরক ভেবে যা ব্যবহার করেছিলেন তা আসলে ছিল নকল এবং এফবিআইয়ের ছদ্মবেশী এজেন্টরাই তার সহযোগী সেজে ওই ভুয়া বোমাটি তাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এফবিআই এজেন্টরা নাফিসের ওই সন্ত্রাসী আক্রমণ চালানোর ইচ্ছার কথা জানতে পারে এবং তাকে ওই আক্রমণে সহযোগিতা করার কথা বলে তার সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং তার ওপর নজরদারি চালাতে থাকে। এফবিআই বলেছে, সন্ত্রাসী আক্রমণ চালানোর ইচ্ছা নিয়েই নাফিস চলতি বছর জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তার বিরুদ্ধে আল-কায়েদাকে সমর্থন করা এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টার অভিযোগ আনা হচ্ছে।

নাফিসকে ছদ্মবেশী এফবিআই এজেন্টরা যে ভুয়া বোমাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন তার ওজন প্রায় এক হাজার পাউন্ড। ফেডারেল রিজার্ভ ভবনের সামনে থেকে নাফিসকে আটকের সময় তিনি ওই নকল বোমা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তবে কর্মকর্তারা বলছেন, বোমাটি যে নকল তা তার জানা ছিল না এবং তাতে বিস্ফোরণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ভঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার সঙ্গেও তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে এফবিআই দাবি করছে।

এদিকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, তারাও বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে জেনেছেন। আটক ব্যক্তি বাংলাদেশি কি-না সে বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাদেশের দূতাবাস এখনো নিশ্চিত নয় বলেও তিনি জানান। দূতাবাসের পক্ষ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

'উগ্রপন্থীদের সঙ্গে জড়িত ছিল নাফিস'

এদিকে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগে এফবিআইয়ের হাতে আটক নাফিস বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে ধারণা করছে গোয়েন্দা পুলিশ।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-কমিশনার মনিরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় বলেন, নাফিসের ১০৭/৪, উত্তর যাত্রাবাড়ীর বাসায় পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

তিনি জানান, নাফিসের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে ধারণা করা হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। তবে নাফিসের কোনো উগ্রপন্থী দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বলে দাবি করেছেন তার বাবা।

মনিরুল জানান, নাফিজের বাবা কাজী মো. আহসান উল্লাহ ন্যাশনাল ব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তার কাছ থেকে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে নাফিস নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। এর আগে তিনি ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়াশোনা করেছেন। নাফিসরা এক ভাই ও এক বোন। যাত্রাবাড়ীর এই বাসা নাফিসের নানার।

ষড়যন্ত্রের শিকার : নাফিসের বাবা

অন্যদিকে নাফিসের বাবা কাজী. মো. আহসান উল্লাহ জানান, তার ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে। তার ছেলে ষড়যন্ত্রের শিকার। তার মেধাবী ছেলে নাফিস কখনো এ কাজ করতে পারে না। এসব কথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি তার সন্তানকে ফেরত চেয়ে মার্কিন সরকারের কাছে আবেদন করবেন বলে জানান।

অন্যদিকে নাফিসের নিকটতম এক প্রতিবেশী জানান, নাফিসের বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। মাত্র এক মাস আগে কুইন্স জ্যামাইকায় ১৭০/৩৩, ৯০ এভিনিউ বাড়ির দোতালায় উঠেন নাফিস। এখানে আরো ৪ জন ব্যাচেলর থাকতেন।

প্রতিবেশী আরো জানান, নিউইয়র্ক সময় বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় পুলিশ ও এফবিআইয়ের গোয়েন্দারা নাফিসের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে অনেক বক্স ও কিছু কাগজপত্র জব্দ করেন। তবে জব্দ করা এসব বক্সে কী ছিল তা জানা যায়নি।